নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

ডিসেম্বর ২০০৮

সম্পাদকীয়

প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর—১০ ডিসেম্বর সারা দুনিয়া জুড়ে নারীনির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকাল পালিত হয়। আজকাল অনেক সময়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে নারীমাত্রই কি নির্যাতিত আর পুরুষমাত্রই কি নির্যাতক ? নারী কি কখনও নির্যাতনকারী হয়ে দাঁড়াতে পারে না ? কিন্তু নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গকে কিছু ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না। বিষয়টা এই যে আমাদের পরিচিত প্রায় সব সমাজেই ক্ষমতার যে বিন্যাস রয়েছে সেখানে নারীকে তুলনায় নিচু স্থানে রাখা হয়েছে। নির্যাতনের প্রসঙ্গটি একদিকে ক্ষমতাহীনতা ও অন্যদিকে ক্ষমতা ফলানোর প্রবণতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারী যে তার শ্রমের ফসল থেকে, তথা সামাজিক সম্পত্তিতে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, সে যে এখনও পুরুষের, তথা পরিবারের, অথবা সমাজের কর্তাদের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়, এই ব্যাপারটির মধ্যেই আছে নির্যাতনের মূল।

সমাজে যখন হিংস্রতা বাড়ে তখন দু'দিক থেকে তার শিকার হন মেয়েরা তাঁদের তুলনায় দুর্বল সামাজিক অবস্থানের জন্য। অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত ইরাক বা আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা তাঁদের ও তাঁদের শিশুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত করে, অন্যদিকে মৌলবাদের শাসনে তাঁরাই বেশি জর্জরিত। আমাদের দেশেও আমরা দেখছি ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক হিংস্রতা যখন গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে, তখন মেয়েদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছে। ঘরের কাছে নন্দিগ্রাম, লালগড় বা দার্জিলিং জেলায় রাজনৈতিক উগ্রবাদ ও হঠকারিতা মেয়েদের বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করেছে। লালগড়ে তথাকথিত 'মাওবাদী' আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এক তরুণী আদিবাসী নার্সের দেহ। অন্যদিকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী উগ্রবাদ দমন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও নারীনির্যাতনের ঘটনায় লিপ্ত হয়েছে। মহিলা কমিশন এই সবরকম হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করে ও সরকারের কাছে নিরাপত্তা ও প্রতিবিধান দাবি করে।

আরেক ধরনের পরোক্ষ নির্যাতনের ঘটনা এরাজ্যেও আমাদের নজরে এসেছে। খোলাবাজারের যুগে চিকিৎসাবিদ্যায় নানা অভিনব প্রযুক্তি আসছে, সন্তানপ্রজননের ক্ষেত্রে মুনাফার লোভে যার অপব্যবহার মেয়েদের স্বাস্থ্যেরই শুধু নয়, তাঁদের মৌলিক অধিকারেরও হানি ঘটাচ্ছে। মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক অপরীক্ষিত জন্মনিরোধকের ব্যবহার ও গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করে কন্যাভ্রূণ মোচনের ঘটনা নিয়ে এর আগে মেয়েরা আন্দোলন করেছেন, এ বিষয়ে কিছু আইনও তৈরি হয়েছে। এখন মেয়েদের প্রজনন শক্তিকে বাজারে কেনাবেচার জিনিষ হিসাবে ব্যবহার করে দরিদ্র মেয়েদের গর্ভ ভাড়া করে 'বদলি মাতৃত্ব' বা surrogate motherhood-এর প্রযুক্তির বাজারীকরণের জন্য মুনাফালোভীদের চক্র তৈরি হচ্ছে। কমিশন প্রযুক্তির অগ্রগতির বিপক্ষে নয়, কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহারের শিকার যদি হয় আমাদের দেশের গরিব মেয়েরা, তাহলে কমিশন নীরব দর্শক হতে পারে না। এবিষয়ে আরও আলোচনা করে প্রকৃত তথ্য জেনে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। বিষয়টিকে কমিশন গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে।

বিভিন্ন কার্যক্রমে কমিশনের সদস্যরা

০৬/০৯/০৮ : সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য ও সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস মুনেরা বিবি ও তার ছেলের পুনর্বাসনের ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলার লক্ষণপুরে যান।

১৩/০৯/০৮ : সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্যা শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মণ্ডল ও শ্যামলী চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র-অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত স্ত্রী শক্তি অভিযানের দক্ষিণবঙ্গ সম্মেলনে যোগদান করেন। পরদিন সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্যও এই সম্মেলনের কার্যক্রমে যোগ দেন।

২৩/০৯/০৮ : সদস্যা ভগবতী মণ্ডল, ভারতী মুৎসুদ্দি ও সর্বাণী ভট্টাচার্য নারী ও শিশু পাচারের ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অবস্থা কী রকম তা জানার উদ্দেশ্যে বারুইপুরের বি.ডি.ও অফিসে আলোচনায় যোগ দেন।

২৮/০৯/০৮ : সদস্যা শ্যামলী চক্রবর্তী ও উমা বসু কলকাতার মহাজাতি সদনে National Federation of Women আয়োজিত PWDVA সংক্রান্ত এক আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

22/10/08-এ Calcutta Socio Cultural Research Institute-এর উদ্যোগে ও রাজ্য মহিলা কমিশনের সহায়তায় বাঁকুড়া রামপুরে অনুষ্ঠিত এক আইনী সচেতনতা শিবিরে স্থানীয় ও আদিবাসী মহিলার উপস্থিতিতে মহিলা কমিশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস।

সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য ২৭ সেপ্টেম্বর National Institute of Research and Development-এর 'কৃষিতে নারী' সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে হায়দরাবাদ এবং ২৫ অক্টোবর পরিযায়ী নারীদের নিয়ে 'সংসৃষ্টি' আয়োজিত একটি কর্মশালায় যোগ দিতে ভুবনেশ্বর যান।

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-E, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

প্রাক্-আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন : পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

গত ৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের অনুমতিক্রমে (দি লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, আইন ১৯৯৫ মোতাবেক) দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্স, কলকাতায় পারিবারিক মহিলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এটা ছিল ষষ্ঠ পারিবারিক মহিলা লোক আদালত। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বিচারপতি রুমা পাল।

এই আদালতে ৩৪টি কেসকে (কমিশনের নিজস্ব ২৯টি ও NGOদের দেওয়া ৫টি) মোট চারটি বেঞ্চে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক বেঞ্চে একজন বিচারপতি, একজন আইনজীবী, একজন সমাজসেবী ছিলেন। এছাড়া কমিশনের সদস্যরা বিভিন্ন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী গোপা মজুমদার (পাল) ও শ্রী কৌশিক সেনগুপ্ত প্রতি বেঞ্চে কেসগুলি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

প্রথম বেঞ্চে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি. কে. বাসু, জেলা কোর্ট (অবসরপ্রাপ্ত), কমিশন সদস্যা শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য্য ও শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী (আইনজীবী)।

দ্বিতীয় বেঞ্চে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি. কে. ভট্টাচার্য, জেলা কোর্ট (অবসরপ্রাপ্ত), কমিশন সদস্যা ডঃ উমা বসু, প্রফেসর শ্রীমতী গৈরিকা ঘোষ (প্রাক্তন কমিশন সদস্যা)।

তৃতীয় বেঞ্চে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী এস. এন. মাইতি, জেলা কোর্ট (অবসরপ্রাপ্ত), কমিশন সদস্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস, শ্রীমতী মধুপূর্ণা ঘোষ (আইনজীবী)।

চতুর্থ বেঞ্চে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী এ. কে. দাস, জেলা কোর্ট (অবসরপ্রাপ্ত), কমিশন সদস্যা শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী (সমাজকর্মী)।

প্রথম বেঞ্চে বিবেচনাধীন ৯টি আবেদনপত্রের মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা হয়, ১টি ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতায় আসা যায়নি এবং ২টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বেঞ্চে বিবেচনাধীন ৮টি আবেদনপত্রের মধ্যে ১টি ক্ষেত্রে বিবাহ- বিচ্ছেদ, ৬টি ক্ষেত্রে ভরণপোষণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি। তৃতীয় বেঞ্চে বিবেচনাধীন

পারিবারিক মহিলা লোক আদালতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯টি আবেদনপত্রের মধ্যে ২টিতে ভরণপোষণ, ১টি ক্ষেত্রে দাম্পত্যসম্পর্ক পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়, এবং ৬টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষরা কমিশনে উপস্থিত না থাকায় কোনো সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়নি।

চতুর্থ বেঞ্চে ৮টি আবেদনের মধ্যে ৪টিতে ভরণপোষণের, ১টিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ, ১টি-তে দাম্পত্য পুনরুদ্ধারের রায় হয়। ১টি ক্ষেত্রে আবেদনকারিণী এবং ১টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। মোট ৩৪টি মামলার মধ্যে ২২টিতে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয় ৪টি বেঞ্চ থেকে।

—গোপা মজুমদার, পরামর্শদাতা

মহিলা কমিশনের নানা অনুষ্ঠান

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকাল

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকাল পালন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ২৫ নভেম্বর ২০০৮-এ আকাদেমি অব্ ফাইন আর্টস সভাগৃহে 'নারী নির্যাতন এবং প্রতিকার' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান করেছে। অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, সভানেত্রী, মহিলা কমিশন তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে নারী নির্যাতন ও প্রতিকারে মহিলা কমিশনের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম সভাটি পরিচালনা করেন সদস্যা শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল। এই সভাতে কমিশনে আগত আটজন অভিযোগকারিণী উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিযোগের বিষয় ও নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং কমিশনের সাহায্যে যে যে সুরাহা তাঁরা পেয়েছেন তার উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের সভাটি পরিচালনা করেন কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি। নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করতে বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়। শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি পারিবারিক নির্যাতন নিরোধক আইন ২০০৫-এর সাহায্যে আদালত থেকে আদেশ বার করে দুইজন আবেদনকারিণীর নির্যাতনের সুরাহা করেন, তার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এই সভাতে শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত অশোক বক্সি ও আরও কয়েকজন সমাজসেবী তাঁদের মতামত ও বক্তব্য পেশ করেন। তৃতীয় পর্যায়ে বিচারপতি সমরেশ ব্যানার্জি 'লোকায়ুক্ত' তাঁর সারগর্ভ বক্তব্যে কিছু সুপারিশ বিষয়ে আলোকপাত করেন। সর্বশেষে ডঃ রমা দাস, সহসভানেত্রী, মহিলা কমিশন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মেয়েদের জন্য আইন : ঐতিহাসিক পরম্পরা ও বিবর্তন

২৯/১১/০৮ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সহায়তায় উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাভাবনা প্রবেশ করার ফলে মেয়েদের জন্য আইনের ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং আজকের আইনে অতীতের ছায়াপাত কীভাবে রয়ে গেছে তার বিশ্লেষণই ছিল আলোচনার উদ্দেশ্য। নারীনির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকালকে মনে রেখে এই নির্যাতনের মোকাবিলায় কয়েকটি আইনের তাৎপর্য বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। হিন্দুকোড বিলের ইতিহাস নিয়ে বিক্রমজিৎ দে, শাহ্‌বানু মামলা ও শরিয়তি আইন নিয়ে তাজ মহম্মদ ও চান্দ্রেয়ী আলম, গার্হস্থ্য হিংসা সংক্রান্ত আইনের বিবর্তন নিয়ে রুক্মিণী সেন, ধর্ষণ ও আইন সম্বন্ধে গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী, এবং যৌনব্যবসা সংক্রান্ত আইনের ইতিহাস নিয়ে রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতী ঘোষ আলোকপাত করেন। উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক করুশাসিন্ধু দাস, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংসদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। কমিশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, উপস্থিত ছিলেন সহ-সভানেত্রী রমা দাশ, সদস্যা শ্যামশ্রী দাস, উমা বসু ও শ্যামলী চক্রবর্তী। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় একশোজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কিছু ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। ইতিহাস সংসদের পক্ষে সুস্নাত দাশ ও রবীন্দ্রভারতীর নারীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পক্ষে রাজশ্রী বসু সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শনের রিপোর্ট

১৭ নভেম্বর, ২০০৮ কমিশনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শনে যান সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা শ্যামলী চক্রবর্তী ও শ্যামশ্রী দাস। এখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, সভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), অতিরিক্ত জেলাশাসক (জুডিশিয়াল), জেলা প্রকল্প আধিকারিক (আই.সি.ডি.এস.), জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির দুইজন সদস্যা, জেলা রেজিস্ট্রার, সাব রেজিস্ট্রার, কাউন্সিলিং সেন্টারের কাউন্সিলার, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মহিলা জেলা পরিষদ সদস্যাবৃন্দ, জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানালেন যে জেলায় শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত সামান্য হলেও বেড়েছে। এবং গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমেছে। পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে উশ্রবাদী তৎপরতার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ICDS-এর কাজ ব্যাহত হবার কথা উঠে আসে। এই সভায় মহিলা সমিতির প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি সহ জেলা পরিষদের একাধিক সদস্যা জোর দেন সচেতনতা শিবির, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপর। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের শিশুদের খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির কথাও আলোচিত হয়। পুলিশ আধিকারিক জানান সারা জেলায় মাত্র দুইজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর আছেন।

আলোচনার সমাপ্তিতে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় নারী অধিকার রক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া উচিত। নারী নির্যাতনের কেসগুলিতে জেলার সুপারিশে প্রয়োজন হলে মহিলা কমিশন হস্তক্ষেপ করবে। জেলার আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যার জন্য যে সব এলাকায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্যপরিষেবা সহ উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে সেখানে যাতে দ্রুত উক্ত পরিষেবা চালু করা যায় এবিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে।

এই সভাকক্ষে "গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ" আইনের উপর অপর একটি সভায় জেলা বিচারক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পুলিশের জেলা আধিকারিক, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, সার্ভিস প্রভাইডার ও সরকারি অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিতা মহিলাকে এই আইনের বিষয়ে পুলিশের দ্বারা থানায় অবহিত করার ব্যাপারটিতে কমিশন গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া সার্ভিস প্রভাইডার ও DLSA-র প্রতিনিধিকে অভিযোগকারিণীর সহায়তার বিষয়টি আরো সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার প্রয়োজনের কথা জানানো হয়। জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক নয়টি PWDVA কেসের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে বলেন, একটির সমাধান হয়েছে এবং আটটি কেস কোর্টের বিচারাধীন। সমাজকল্যাণ আধিকারিক জানান যে এই আইন কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও নির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। জেলা বিচারকও সভায় এই আইনের নানা দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া উপস্থিত মহিলাদের অনেকে লালগড় এলাকায় মাওবাদী তৎপরতা ও পুলিশি বাড়াবাড়ির ফলে উদ্ভূত অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। পুলিশি নিগ্রহে আহত সীতামণি মুর্মু মেদিনীপুর হাসপাতালে আছেন শুনে কমিশন সদস্যারা সেখানেও যান। কিন্তু তাঁকে সেখানে পাওয়া যায়নি। কলকাতায় ফেরার পর তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন এই খবর পেয়ে কমিশন সদস্যারা সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

—শ্যামশ্রী দাস

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন

১৮/০৯/০৮ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফ থেকে সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্য ভারতী মুৎসুদ্দি, উমা বসু, শ্যামশ্রী দাস, শ্যামলী চক্রবর্তী, লক্ষ্মী মুর্মু, ভগবতী মণ্ডল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শনে যান।

তমলুক জেলা পরিষদ ভবনে ডি.এম, এ.ডি.এম, জেলা সভাধিপতি, S.P., C.M.O.H, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষিকা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার পরে কমিশন থেকে জেলায় নতুন নারী অধিকার রক্ষা কমিটি গঠন করে মিটিংগুলি গুরুত্বসহকারে করার কথা বলা হয়। বন্যা ও পঞ্চায়েত ভোটের জন্য জেলার PCPNDT উপদেষ্টা কমিটিরও মিটিং হয়নি। Form F ঠিকমতো জমা পড়ে না, এ বিষয়ে প্রশাসনকে তৎপর হতে বলা হয়। Child Welfare Committee দ্রুত গঠন করার সুপারিশ করা হয়। ICDS-এ ২১টি প্রকল্প চলছে। আরো ২৭টি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে। কিশোরী শক্তি যোজনায় প্রশিক্ষিত মেয়েদের এখনও কাজে লাগানো যায়নি। ১৫ হাজারের উপর স্বনির্ভর গোষ্ঠী এ জেলায় আছে যারা নানারকম উৎপাদনে যুক্ত। তবে বাজারের সমস্যা আছে। এই জেলা থেকে নারী ও শিশু পাচারের সমস্যা নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়।

এর পর PWDVA-র মিটিংটিতে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, অ্যাক্টিং জেলা জজ, DLSA-র প্রতিনিধি, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি উপস্থিত ছিলেন। এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত সুরক্ষা আধিকারিক এখনও যোগ দেননি। তবে জেলাশাসক নিজ উদ্যোগে কয়েকজন কর্মীকে এই কাজে লাগিয়ে এবং প্রয়োজনে গাড়ির ব্যবহার সুনিশ্চিত করে PWDVA-র পরিকাঠামো গঠনে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। অনেকগুলি সচেতনতা শিবিরও হয়েছে।

—ভগবতী মণ্ডল

নির্যাতিতা মেয়েদের সহায়তায় কমিশন

■ ২০০৬ সালে দিল্লির নিকটবর্তী ফরিদাবাদের পুলিশ জনৈক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে তিনটি নাবালিকাকে উদ্ধার করে। গৃহশ্রমের জন্য তাদের নিয়োগ করে তাদের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার করা হচ্ছিল, খেতে না দেওয়া ও মারধোরের ফলে তারা অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্যে দু'জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে একথা জানার পরেও ফরিদাবাদের পুলিশ তাদের মা-বাবা বা বাড়ির ঠিকানার কোনো হদিশ করতে পারছিল না। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এ খবর বেরোনোর পরে জাতীয় মহিলা কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জ্ববালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এর সহায়তায় জানা যায় যে সীতা প্রামানিক এবং সুজাতা ভুঁইয়াকে পশ্চিম মেদিনীপুরের দুটি গ্রাম থেকে আড়কাঠিরা চাকরির লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সুজাতার নামে নিখোঁজ বলে ডায়েরিও করা হয়েছিল। সীতা ও সুজাতার মা-বাবার সঙ্গে মহিলা কমিশন যোগাযোগ করে এবং অবশেষে সি.আই.ডি, ডি.আই.জি (পাচার সংক্রান্ত) বিশেষ সেল-এর সাহায্যে গত ১২.৯.০৮ তারিখ তাদের সোনেপতের বালগ্রাম থেকে কলকাতায় এনে মহিলা কমিশনের অফিসে তাদের মা-বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয় ও জ্ববালাকে ভার দেওয়া হয় তাদের খোঁজখবর রাখার জন্য। দুঃখের বিষয়, তিন বছর পরেও মামলাটি ফরিদাবাদে চলছে এবং দুষ্কৃতকারীদের এখনও কোনো শাস্তি হয়নি।

■ সুলতা মণ্ডলের মা শেফালী মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ কমিশন সদস্যা শ্যামশ্রী দাস ও শ্রীমতি সর্বাণী ভট্টাচার্য নদিয়ার হাঁসখালী থানার অন্তর্গত বগুলা মধ্যপাড়ায় গেলে সুলতা জানায় তার গ্রামের মেয়ে লিপিকা সিকদার তাকে কাজের এবং মোটা অঙ্কের মাইনার লোভ দেখিয়ে বম্বে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এরপর দুই দিনের কোনো কথা সুলতার মনে নেই। গ্রামবাসীসহ সুলতার বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, লিপিকার বাড়িতে ওই দুই দিন বার বার খোঁজ-খবর করার পর সুলতাকে বাথরুমের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ এসে লিপিকার বাড়িতে সুলতাকে পায় ও লিপিকা, সুলতাসহ সুলতার বাবাকে রাত্রে থানায় নিয়ে যায়। কমিশন সদস্যাদ্বয় থানায় গিয়ে ঘটনার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে শুধু ভয় দেখানো নয়, উদাসীনতারও যথেষ্ট নজির পান। এরপর কমিশন থেকে ডি.আই.জি./সি.আই.ডি. ভবানী ভবনকে উপযুক্ত তদন্তের জন্য বলা হয় এবং ডি.জি. (পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ)-এর কাছে ঘটনার বিষয়ে জানানো হয়। ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ ডি.জি (পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে)-র ঘরে নদিয়ার এস.পি. ও রানাঘাট এস.ডি.পি.ও.-র সঙ্গে কমিশন সদস্যাদ্বয় এই কেসের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত চার্জশীট দেওয়া ও অভিযুক্তের জামিন নাকচ করার সুপারিশ করেন।

—শ্যামশ্রী দাস

■ মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার বাসিন্দা সাহারান বেওয়া তাঁর কন্যা সাহেদা খাতুনের বিষয়ে কমিশনের শরণাপন্ন হন। সাহেদা খাতুন কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে সহবাস করে পরবর্তীতে দায়িত্ব অস্বীকার করা এবং সন্তানের কোনো খরচ বহন করতে রাজী না হওয়া, এবং পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করার বিষয়টি কমিশনের গোচরে আনলে কমিশন তৎপরতার সাথে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। কমিশনের তৎকালীন সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী ও কমিশন সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্য মেয়েটির নিরাপত্তা ও ডি.এন.এ পরীক্ষা করার বিষয়ে বৈঠক করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। গত অক্টোবর মাসে ডি.এন.এ. পরীক্ষার রিপোর্ট কমিশনের হাতে আসে। অভিযুক্ত ধরা পড়ে এবং বর্তমানে কেসটি চলছে। কমিশনের বর্তমান সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য ও সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্য ২২ অক্টোবর নওদাতে উপস্থিত হয়ে মেয়েটির পরিবার, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়। সভানেত্রী জেলাশাসকের কাছে অন্তর্বর্তী সময়ে খোরপোষ অথবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানান।

—সর্বাণী ভট্টাচার্য

■ গত ১৯.১০.০৮ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে গঙ্গা দেবী নামে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য এবং সদস্যা শ্যামলী চক্রবর্তী ২১.১০.০৮ তারিখে হাওড়া জেলা হাসপাতালে সুপারিনটেনডেন্ট ও CMOH-এর সঙ্গে দেখা করেন। মেয়েটির সঙ্গে ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে মানসিক ভারসাম্যহীন মা শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে তাকে পাওয়া গেলে হাসপাতাল

সীতা, সুজাতা ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কমিশন সদস্যগণ ও জ্ববালার বৈতালী গাঙ্গুলি

কর্তৃপক্ষ তাকে আবার ভর্তি করে নেয়। সেখানে মা ও শিশুর চিকিৎসা চলছে। এছাড়া পরিত্যক্ত মহিলাদের ওয়ার্ডটিও ঘুরে দেখা হয় এবং জেলাশাসকের উপস্থিতিতে এই মেয়েদের আশ্রয় ও চিকিৎসার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

—শ্যামলী চক্রবর্তী

■ মধ্য কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চল থেকে ২০০৩ সালে জুহি সিং সহ কয়েকটি নাবালিকাকে পুলিশ উদ্ধার করে এবং জুহিকে সরকার অনুমোদিত 'সংলাপ'-এর হোম-এ নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দেয়। পুলিশ, জুহি যার বাড়িতে থাকত, তার পালিকা সেই সিমলা সিং-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, তাতে অন্যতম সাক্ষী জুহি। জুহি দীর্ঘ ৪/৫ বছর ধরে সংলাপে পড়াশুনা করার পাশাপাশি নানাধরনের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে মানসিক বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সিমলা সিং ও জনৈক প্রহ্লাদকরের দায়ের করা মামলায় কলকাতা উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২৫ আগস্ট ২০০৮ ও ২৮ আগস্ট ২০০৮ সালে Child Welfare Committee জুহি সিং-কে সিমলা সিং-এর হাতে প্রত্যর্পণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে। ২৮ আগস্ট ২০০৮ সালে সিমলা সিং এবং জনৈক দীপক প্রহ্লাদকর CWC-এর সামনে লিখিত ঘোষণাপত্র দাখিল করে বলে তারা জুহিকে হোস্টেলে রেখে পড়াবে। জুহি সিমলা সিং-এর সাথে চলে যেতে সম্মত হয়ে লিখিতভাবে জানায় সে পড়াশুনা চালাতে পারবে বলেই যাচ্ছে। এর পরেই কলকাতা সোসিও কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কাছ থেকে একটি অভিযোগ পেয়ে মহিলা কমিশন বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নামে। 'দুর্বার' নামক সংগঠন যাঁরা যৌনকর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজ করেন তাঁদের সাহায্যে কমিশন জানতে পারে জুহি সোনাগাছি অঞ্চলেই আছে। কিন্তু তার সাথে কাউকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। ৫ নভেম্বর ২০০৮ কমিশনের কাছে খবর আসে জুহিকে পাচার করে দেওয়া হবে। এই সংবাদ পেয়ে ওইদিন বিকেলে কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস ও সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি সোনাগাছি অঞ্চলে যান এবং জানতে পারেন ৯৮ নং দুর্গাচরণ মিত্র লেনে জুহি আছে। কমিশনের সভানেত্রী ও অন্যান্য সদস্যারা জুহির সাথে দেখা করতে ওই বাড়িতে যান ও জুহি তাদের জানায় তাকে সংলাপ থেকে নিয়ে আসার পরে কোনও স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। সে আরও বলে সে সংলাপে ফিরে যেতে চায় এবং সেখানে থেকে লেখাপড়া করতে চায়। সেইদিন জুহি কমিশনের সাহায্যে স্বেচ্ছায় সংলাপে ফিরে যায়। সে আরও বলে যে এই সময়কালে তাকে যৌন পেশায় নামাবার চেষ্টা করাও হয়েছে, কিন্তু সে তাতে রাজি নয়। তাকে বোম্বেতে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, যা সে সংলাপের বাসিন্দা একজনকে SMS করে জানিয়েছিল। জুহি এখন সংলাপে থেকে পড়াশুনা আবার শুরু করেছে। জুহির অভিযোগক্রমে পুলিশ যারা তাকে আটকে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এই সাহসী মেয়েটির পাশে থাকতে কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

—ভারতী মুৎসুদ্দি

রিপোর্ট

সিঙ্গুরে মহিলাদের বিকল্প জীবিকা সংক্রান্ত আলোচনার রিপোর্ট

গত ২০.১১.২০০৮ রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যরা হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের ঘরে সিঙ্গুর ব্লকের পাঁচটি মৌজার মহিলাদের, বিশেষ করে টাটা মোটরস্ চলে যাবার পরে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন এ.ডি.এস, সিঙ্গুর ব্লকের ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ICDS-এর সুপারভাইসর, ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রমুখ। কমিশনের পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন রমা দাস, ভারতী মুৎসুদ্দি, ভগবতী মণ্ডল, শ্যামলী চক্রবর্তী ও দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব)।

সিঙ্গুর ব্লকের পাঁচটি মৌজায় জমি অধিগৃহীত হবার ফলে এবং পরে টাটা মোটরস্-এর প্রকল্পটি সেখান থেকে চলে গেলে যে মেয়েরা প্রকল্প এলাকার কোনো কাজ বা প্রশিক্ষণে যুক্ত ছিলেন বা যাঁরা প্রকল্প চালু হলে তার কিছু জীবিকাগত সুবিধা পেতে পারতেন, তাঁদের জন্য বিকল্প জীবিকার অনুসন্ধান ছিল এই আলোচনার উদ্দেশ্য। WBIDC-তে যে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েরা কাজের জন্য নাম লিখিয়েছেন, তাঁরা ছাড়াও আরো মেয়েরা হয়তো এমন বিকল্প জীবিকা পেলে উপকৃত হবেন। ব্লক প্রশাসন থেকে এবিষয়ে কিছু প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়। ICDS কর্মীরাও কিছু তথ্য দেন। আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় :

১। ব্লক অফিসে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও বিকল্প জীবিকায় আগ্রহী এমন মেয়েদের উপস্থিতিতে এর পর একটি সভা করতে হবে।

২। BSKP সহ অন্যান্য Scheme-গুলোকে কাজে লাগাতে হবে। এর জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন।

৩। এমন প্রকল্প নিতে হবে যা এলাকার অধিবাসীদের জীবন জীবিকার সাথে যুক্ত।

৪। ICDS and Midday Meal-এর চাল সরবরাহ ও অন্যান্য কাজ SHG-র মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৫। SC, ST অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘুদের জন্য যেসব প্রকল্প আছে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।

—দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব)

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড় অঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগের উপর রিপোর্ট

সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় গত ৪/১১/০৮ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে গিয়ে পুলিশ লালগড়ে আদিবাসী মহিলাদের উপরে নির্যাতন করে। ২৭/১১/০৮ তারিখে কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্যা সর্বাণী ভট্টাচার্য্য ও ভারতী মুৎসুদ্দি ঘটনার তদন্তে ঝাড়গ্রাম যান। ঝাড়গ্রামে তাঁরা মহকুমা শাসক, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা যায়।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ করে। বিশেষত সীতামণি মুর্মুর চোখে আঘাত লাগার ব্যাপারটি মহিলা কমিশনের সদস্যরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সরেজমিনে দেখে এসেছিলেন। সেবিষয়ে কিছু সুপারিশ ছিল। এছাড়া দীপক প্রতিহারের স্ত্রী লক্ষ্মী প্রতিহারের পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে গর্ভপাত হবার অভিযোগটি খতিয়ে দেখার জন্য তাঁরা প্রশাসনকে বলেন। একদিকে মাওবাদী ও অন্যদিকে CRPF-এর ভয়ে বিপর্যস্ত আদিবাসী মেয়েদের সুরক্ষার দাবিতেও তাঁরা প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেন এবং মৌলিক পরিষেবা ও উন্নয়ন সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেন।

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

Women's Livelihood Rights : Recasting Citizenship for Development, Sumi Krishna, *ed., Sage, 2007* ● **Marriage, Migration and Gender**, Rajni Palriwal & Patricia Uberoi, *ed., Sage, 2008* ● **Microfinance in India**, K. G. Karmakar, *ed., Sage, 2008* ● **Indian Microfinance : The Challenges of Rapid Growth**, Prabhu Ghate, *Sage, 2007* ● **Democracy in Muslim Societies : The Asian Experience**, Zoya Hassan, *ed., Sage, 2007*

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন*, মূল্য ৩০/- ● **ধর্ষণ ও আইন**, মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন*, মূল্য ২০/- ● **আইনি অধিকার জানুন-১ : পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরাধক আইন)**, ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস*, মূল্য ২০/- ● **আইনি অধিকার জানুন-২ : ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)**, মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস*, মূল্য ২৫/- ● **শিশুকন্যা : এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়**, গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস*, মূল্য ৫০/- ● **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার : একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা**, সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস*, মূল্য ৪০/- ● **জাগো নারী গ্রাম জাগাও**, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন* ● **পথে বিপদে : মেয়েদের নিরাপত্তা**, ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ*, মূল্য ৬০/- ● **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Dutta gupta, *ed., West Bengal Commission for Women*, Rs. 50/- ● **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women*, Rs. 200/-

রিপোর্ট—**দীপলেখা সেনগুপ্ত**, *সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান কাম রিসার্চ অফিসার*, **শুভ্রা ভদ্র**, *জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান*

বি. দ্র. পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্র ও মাসের চারটি শনিবার ১২.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে।

বেলা বন্দোপাধ্যায় : শোক সংবাদ

মহিলা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী, প্রাবন্ধিক, গবেষক বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে গত ১৮ ডিসেম্বর ভোররাতে। ১৯৩৩-এর ২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুরে বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। ১৯৪৬-এ গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বামপন্থী আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৮ সালে সি.পি.আই-এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। সেই বছরেই কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি থাকাকালীন গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে যান। ক্ষেত্রসমীক্ষানির্ভর গবেষণার ক্ষেত্রে বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'কালীঘাটের যৌনকর্মীদের দিনলিপি', ২০০২ সালে 'সংলাপ'-এর জন্য লেখা 'মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও নারী শিশু পাচার' প্রভৃতি মানবীবিদ্যাচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রবীণ এই নেত্রী আমৃত্যু ছিলেন ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন (NFIW)-এর জাতীয় সহ-সভাপতি, রাজ্য যুগ্ম-সম্পাদিকা। 'সংলাপ'-এর তিনি সভানেত্রী ছিলেন। 'সচেতনা' সহ আরও অনেক সংগঠনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। মহিলা কমিশন তাঁর বিয়োগে শোকাহত।

—শ্যামশ্রী দাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।